দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 06 JAN 1994 ..
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

হোমিও প্যাথিক বোর্ড ও প্রাসঙ্গিক কথা

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সর্ব সাধারণের সাথে পরিচিত করার পথ সুগম করে দেন। শহীদ জিয়া অনুভব করেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের মত গরীব দেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি হোমিও প্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্বজন সমাদৃত হবে—শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বন্ধু শহীদ জিয়ার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা কে না স্বীকার করবেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশ হোমিও প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজকে সুন্দররূপে গড়ার জন্য দশ লক্ষ টাকার অনুদান দেন। এবং হোমিও প্যাথিক ডিগ্রী কলেজের জন্য ১০ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছিলেন। যার বদৌলতে মিরপুরে সরকারী ডিগ্রী কলেজ এবং জয়কালী মন্দিরে ডিপ্লোমা কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের পথ সুগম করে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে ১৯টি ডিপ্লোমা কলেজ আছে। গত ৯ বছরের শাসন আমলকে 'হোমিওপ্যাথির বন্ধ যুগ বলা চলে। দীর্ঘ নয় বছরে কোন নতুন কলেজের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০৩ জন ডাক্তার (বিএইচএমএস) ব্যাচেলার অব হোমিও প্যাথিক মেডিসিন সার্জারী ডিগ্রী পেয়েছেন। তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক বোর্ড দুইটা নতুন কলেজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো নতুন কলেজ স্বীকৃতি পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। আজ থেকে এক বছর আগে হোমিওপ্যাথিক বোর্ডেও বন্ধ্যাত্ব নেমে এসেছে। খুবই পরিতাপের বিষয় গণতান্ত্রিক দেশে হোমিওপ্যাথিক বোর্ড এক বছর আগে ভেঙ্গে যাবার পর অদ্যাবধি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে কোন চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দিতে পারেনি। হোমিওপ্যাথিক বোর্ডে এ রকম বন্ধ্যাত্ব চলতে থাকলে মরহুম প্রেসিডেন্টের স্বপ্ন অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রেখেছেন। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে কোন্ কালো হাতের ইশারায় হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত বন্ধ রয়েছে জানি না।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন, অতিসত্তর হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনিত করে হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের বন্ধ্যাত্ব ঘুচানোর এবং নতুন কলেজগুলো স্বীকৃতি পাওয়াবর পথকে সুগম করার জন্য আপনাদের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—ডাঃ রেজিয়া হক,
লিমা হোমিও ক্লিনিক,
জয়দেবপুর বাজার, গাজীপুর।